2nd Sem, Hons

C - 3, (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস)

বিষয় ঃ " অভিজ্ঞান শকুন্তলা " নাটকে কালিদাসের নাট্যপ্রতিভার মূল্যায়ন।

Scanned with CamScanner

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস অনন্যসাধারণ নাট্য-প্রতিভার অধিকারী বলে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। অথচ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হলেও তাঁর কোনো আত্মদম্ভ ছিল না। শকুন্তলা নাটকে সূত্রধারের মুখে কালিদাস যেন নিজের কথাই বলেছেন—স্রষ্টা হিসাবে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে নিজের মনে আমি কোনো গর্ববোধ করি না। আমার সৃষ্টির সাফল্য আমি কি বিচার করব?—সেই বিচারের ভার বিদ্বজ্জনের উপরে, সামাজিকের উপরে। স্রষ্টা হিসাবে আমার কোনো গর্ব তো নেই-ই, পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ও যেন নেই—শিক্ষিত লোকের মন নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে একটু খুঁৎখুঁতেই হয়ে থাকে।

কালিদাসের এই বিনয়টুকুই সূত্রধারের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নটী যখন বলছে, আপনার তত্ত্বাবধানে নাট্যকলায় কোথাও কোনো ত্রুটি নেই, তখন সূত্রধার বলছে ঃ

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।।[৫]

—বিদ্বজ্জন যতক্ষণ না পরিতুষ্ট হচ্ছেন, ততক্ষণ নাটকের প্রয়োগকলা সার্থক হয়েছে বলে মনে করতে পারি না (অর্থাৎ নাটকের সাফল্য বিচারের ভার রয়েছে সামাজিকের উপরে, নাট্যকারের উপরে নয়)। যে শিক্ষিত তার মনে যত জোরই থাকুক না কেন নিজের উপরে অবিশ্বাস একটু থাকবেই।

প্রতিভার মৌলিকতার সঙ্গে শিল্পনীতির সার্থক অনুসরণ কালিদাসের নাট্যপ্রতিভার সাফল্যের অন্যতম কারণ। জীবনের গভীর উপলব্ধির সঙ্গে সফলতম প্রকাশ-ক্ষমতার এমন যোগাযোগ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। জীবনের সূচনা থেকে নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জীবনের কল্যাণময় পরিণতি—এমন একটি পূর্ণায়ত জীবনের পরিকল্পনা পৃথিবীর খুব কম কবিই করেছেন। জীবনের এই পরিপূর্ণ উপলব্ধির প্রতি ইঙ্গিত করেই জার্মান কবি-নাট্যকার গ্যেটে বলেছেন—কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে একসঙ্গে মর্ত্য ও স্বর্গ

Scanned with CamScanner

পাশাপাশি চিত্রিত—এখানে ফুল থেকে ফলে পরিণতির গোটা রূপটি উদঘাটিত হয়েছে :

"Willst du die Blüte des Frühen die Früchte des spätern Jahres,
Willst du, was reizt und entzückt, willst du was sättigt und nahrt,
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem Namen begriefen,
Nenn'ich Sakontala, Dich, und so ist alles gesagt."—Goethe

—তুমি যদি বর্ষারম্ভের ফুল ও বর্ষাশেষের ফল—যা বিমোহিত করে ও আনোদিত করে, যা একাধারে তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করে,—যদি তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক একটি নামের মধ্যে ধারণ করতে চাও, তবে আমি শকুন্তলারই নাম করব এবং সেইটুকু বললেই সব বলা হয়।

শকুন্তলা নাটকে যৌবনের উদ্দামতা, উচ্ছ্বাস ও ভোগের মধ্যে দিয়ে জীবনের সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র সমাজজীবনের ছন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো ভোগই কল্যাণময় পরিণতি লাভ করতে পারে না। তাই বিরহের মধ্যে দিয়ে দুষ্যন্ত-শকুন্তলা দু'জনের প্রায়শ্চিত্ত হল। এবং তারপরে তাঁদের জীবনে আনন্দময় সম্মিলন সাধিত হল। দুঃখের তপস্যার পরে এই নতুন জীবনে এল বৃহত্তর দায়িত্ববোধ, শুদ্ধতর মিলন, গভীরতর জীবনোপলব্ধি। মানুষের জীবনচক্রের এই হল ক্রমপরিণতির ধারা।

আবার তৎকালীন ভারতীয় জীবনাদর্শ অনুসারে দাম্পত্য-জীবনের সার্থক পরিণতি জগৎকল্যাণব্রতী আদর্শ পুত্রের জন্মদানে। ব্যক্তিজীবনের ভোগ-সুখের জন্যে যারা বিবাহ করে তাদের কাছে সন্তান বাহুল্যমাত্র। কিন্তু সমগ্র সমাজের বৃহৎ স্বার্থচিন্তায় যাঁরা নিমগ্ন তাঁরা দেখিয়েছেন, আদর্শ দাম্পত্য-জীবনে সমাজকল্যাণব্রতী সন্তানের জন্ম দিলে সমাজের প্রতি কর্তব্যই পালন করা হয়। কালিদাসের শকুন্তলা এবং মালবিকাগ্নিমিত্র এই দু'টি নাটক এবং রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এই দু'টি মহাকাব্যে দাম্পত্য-জীবনের এই আদর্শই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরিবারের গঠন হিন্দুরা বৈদিক যুগের উত্তরাধিকার থেকে যেরকম পেয়েছিলেন, গুপ্তযুগে মোটামুটি সেইরকমই রক্ষিত হয়েছিল। পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক বিধানে গঠিত। পিতা পরিবারের কর্তা ছিলেন, মাতা ছিলেন অন্তঃপুরের মধ্যমণি। পরিবারের বন্ধন ছিল নিটোল এবং গৃহবধূর কর্তব্য পরিবারের সকলের প্রতি সুনির্দিষ্ট ছিল। শকুন্তলার পতিগৃহে গমনের প্রাক্কালে কণ্বমুনি তাঁকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাতে তৎকালীন পারিবারিক কাঠামোই প্রতিফলিত হয়েছে :

Scanned with CamScanner

কালিদাসের প্রতিভা নিঃসন্দেহে ভারতীয় ঐতিহ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথাও ঠিক যে, কালিদাসের প্রতিভা অতীতের অন্ধ দাসত্বের পক্ষপাতী ছিল না। ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেও তাঁর সৃজনীপ্রতিভা তাকে নতুন করে রচনা করেছে। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের সূচনায় কবি সূত্রধারের মুখে বলেছেন :

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।[৭]

—যা কিছু পুরানো তা সবই ভাল, আর যা কিছু নতুন তা-ই নিন্দনীয়—এমন কোনো সাধারণ নিয়মই হতে পারে না। যাঁরা শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁরা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে-শুনে ভাল-মন্দ ঠিক করেন ; আর যাঁরা মূর্খ তাঁরাই পরের মুখে ঝাল খেয়ে থাকেন।

কালিদাস তাঁর কাব্যে নাটকে পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করলেও কোথাও তিনি পুরোপুরি প্রাচীনের অন্ধ অনুকরণ করেন নি। কালিদাসের উপস্থাপিত জীবনচিত্র তাঁর গভীরতর জীবনানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই পৌরাণিক কাহিনীর কাঠামো গ্রহণ করলেও তিনি মানব-জীবনভাষ্য রচনার জন্যে সেই কাহিনীকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন ; এ তাঁর প্রতিভার মৌলিকতার পরিচায়ক। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলের কাহিনীর নব-রূপায়ণ বর্তমান প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই নাটকের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্ব (সম্ভব পর্ব ৬৮-৭৪) থেকে গৃহীত। কিন্তু কালিদাস তাঁর নাটকে মহাভারতের কাহিনীর মৌলিক রূপান্তর সাধন করেছেন। মহাভারতের মূল কাহিনীতে দুর্বাসার শাপের কথা নেই। রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে বিবাহ করা সত্ত্বেও তাঁকে যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তার কারণ তাঁর দায়িত্ববোধের ও চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে শকুন্তলা যখন দুষ্যন্তের রাজধানীতে গিয়ে দাবি করলেন—তিনি হলেন দুষ্যন্তেরই বিবাহিতা পত্নী এবং তাঁর সঙ্গের বালকটি হল তাঁরই সন্তান, তখন দুষ্যন্ত সব কথা মনে থাকা সত্ত্বেও সব অস্বীকার করেছিলেন শুধু লোকলজ্জার ভয়ে। কিন্তু তারপরে যখন আকাশবাণীতে সর্বসমক্ষে সমস্ত পূর্বকথা প্রকাশ হয়ে পড়ল তখন দুষ্যন্ত বললেন—

Scanned with CamScanner

করতাম তবে লোকে এই পুত্রের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করত।

এখানে রাজার কথাতেই প্রমাণ হয়--সব কথা মনে থাকা সত্ত্বেও তিনি শকুন্তলা ও তাঁর পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কালিদাসের কাহিনীতে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তার কারণ শকুন্তলার সঙ্গে বিবাহের কোনো কথাই তাঁর মনে ছিল না। দুর্বাসার অভিশাপের জন্যে তাঁর স্মৃতিনাশ হয়েছিল। কালিদাসের সৃষ্ট দুষ্যন্ত চরিত্রে তাই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বা লাম্পট্য তো নেই-ই, বরং আছে মানবীয় বেদনা ও মহত্ত্ব। কালিদাসের নাটকের শেষ অঙ্কে দুষ্যন্ত সোজাসুজি স্বীকার করলেন--আমি গান্ধর্বমতে শকুন্তলাকে বিবাহ করেছিলাম, এসব কথা আমার স্মৃতিনাশ হওয়ার জন্যে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই আমি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম ; কণ্বের কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই :

"ইমামাজ্ঞাকরীং বো গান্ধর্বেণ বিবাহবিধিনা উপযম্য কস্যচিৎ কালস্য বন্ধুভিরানীতাং স্মৃতিশৈথিল্যাৎ প্রত্যাদিশন্ অপরাদ্ধোহস্মি তত্রবতো যুষ্মৎগোত্রস্য কণ্বস্য।"[৯]

এখানে দুষ্যন্ত চরিত্রের ঋজুতা ও মহত্ত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, দুষ্যন্ত চরিত্রকে দোষমুক্ত করেছে দুর্বাসার শাপ। আর এই দুর্বাসার শাপ হল কালিদাসের নিজস্ব সৃজনী কল্পনার ফল।

কালিদাসের নিসর্গচিত্রও সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের সৌন্দর্য ও আদর্শ কালিদাসের কাব্যে ও নাটকে জীবন্ত রূপলাভ করেছে। রোমাণ্টিক কল্পনার মায়াস্পর্শে তাঁর হাতে প্রকৃতি যেন জীবন্ত চরিত্রের মতো তাঁর নাটকে স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চতুর্থ অঙ্কে কণ্বের আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করছেন তখন সমগ্র আশ্রম-প্রকৃতি যেন মানুষের মতোই বেদনাকাতর, মানুষের মতোই চেতনাসম্পন্ন। আশ্রম-প্রকৃতিকে ছেড়ে যেতে শুধু শকুন্তলারই যে কষ্ট হচ্ছে, তা নয় ; শকুন্তলার আসন্ন বিরহে আশ্রম-প্রকৃতিও যেন মানুষেরই মতো কাতর :

Scanned with CamScanner